তৈরি পোশাক কারখানায়

নিরাপদ বহির্গমন এবং নিরাপত্তা ঝুঁকিসমূহ

RSC RMG SUSTAINABILITY COUNCIL

আরএমজি সাস্টেইনেবিলিটি কাউন্সিল (আরএসসি) কি?

আরএমজি সাস্টেইনেবিলিটি কাউন্সিল (আরএসসি) হচ্ছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা বজায় রাখতে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড, গার্মেন্টস নির্মাতা এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সম্মিলিত উদ্যোগ।

বাংলাদেশে অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তায় একর্ড-এর কার্যক্রম চালিয়ে যেতে ১ জুন ২০২০ তারিখে আরএসসি গঠন করা হয়। আরএসসি কারখানা পরিদর্শন, সংস্কার কাজ পর্যবেক্ষণ, নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য একটি স্বাধীন নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অভিযোগের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে।

কোম্পানিটির লক্ষ্য হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে বিশ্বমানের টেকসই নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম প্রদান করা, যা কিনা এর অভিনব নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সাহায্যে টেকসই ব্যবসা অব্যাহত রাখবে এবং সাপ্লাই চেইন বিকাশের মাধ্যমে তৈরি পোশাক শিল্পকে আরো নিরাপদ ও উত্তম কর্মক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলবে।

এই বুকলেট থেকে আপনি যা জানতে পারবেন:

১. অগ্নিকান্ড অথবা অন্য জরুরী অবস্থায় কারখানা থেকে কিভাবে নিরাপদে বহির্গমন করতে হয়।

২. কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ঝুঁকিসমূহ কিভাবে চিহ্নিত করা এবং নিরসন করা যায়।

৩. আপনার কারখানার সেইফটি কমিটি এবং আরএসসি অফিস আপনার কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার উন্নতির জন্য কিভাবে সাহায্য করতে পারে।

অগ্নিকান্ডের ঝুঁকিসমূহ এবং নিরাপদ বহির্গমন

কারখানায় অগ্নিকান্ড মারাত্মক হতে পারে। আগুনের ফলে সৃষ্ট ধোঁয়া আগুনের মতই বিপজ্জনক।
প্রস্তুত থাকা অত্যন্ত জরুরী।

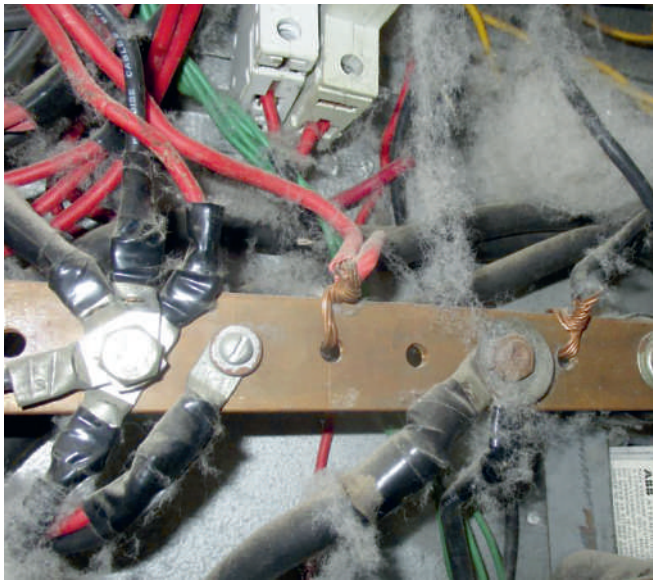

ধুলা এবং সুতার কণা জমলে, সেখান থেকেও
আগুন লাগতে পারে।

আগুন লাগার ৫ টি সম্ভাব্য উৎস লক্ষ্য করুন:

১. খোলা অগ্নিশিখা ও কাজের সময় ব্যবহৃত দাহ্য তরল পদার্থ,
২. নিম্ন মানের বৈদ্যুতিক সংযোগ,
৩. ধুলাবালি ও ময়লা জমা,
৪. নিষিদ্ধ স্থানে ধূমপান করা,
৫. আবর্জনা এবং অব্যবহৃত জিনিসপত্র আশেপাশে পড়ে থাকা।

যখন আগুন লাগে, ফায়ার এলার্ম বাজতে শুরু করে।

যদি আপনি এলার্ম বাজার আগেই আগুন দেখতে পান, তবে আপনার ফায়ার এলার্ম বাজানো উচিৎ।

নির্গমন পথগুলো কোথায় তা জেনে রাখা জরুরী।
এক্সিট ডোরগুলোর তালা খোলা রাখতে হবে এবং বাঁধামুক্ত রাখতে হবে।

যখন আপনি ফায়ার এলার্ম শুনবেন, দ্রুত এবং নিরাপদে কারখানা থেকে বের হয়ে যাবেন। ভয় পাবেন না। দৌড়াদৌড়ি করবেন না।

আপনার কারখানায় ফায়ার ড্রিল হওয়া প্রয়োজন- যা পূর্ব ঘোষিত নয়।

ফায়ার ড্রিলের মাধ্যমে বুঝা যাবে নিরাপদ এবং সুশৃঙ্খলভাবে বের হয়ে আসা যায় কিনা।

আপনি দমকল কর্মী নন।
ফায়ার এলার্ম শুনলে, আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবেন না।
আগুন নেভানোর কাজে অংশগ্রহন করবেন না।

আপনার কাজ হলো নিরাপদে কারখানা থেকে বের হয়ে যাওয়া।
ফায়ার সার্ভিস আগুন নিভাবে।

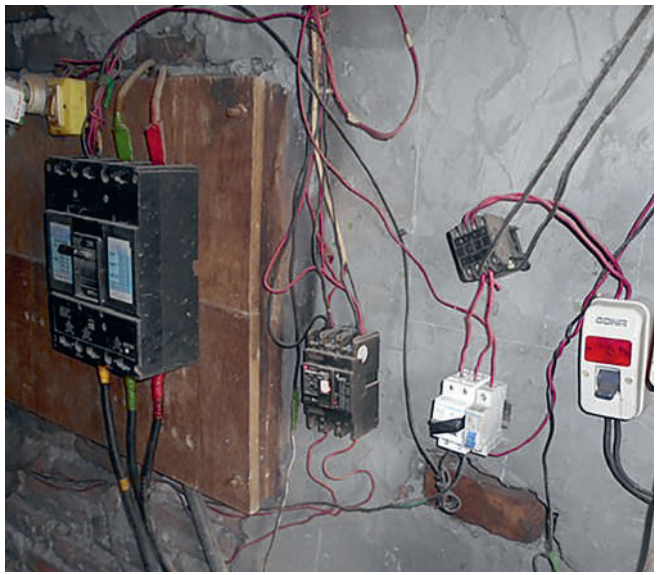

বৈদ্যুতিক আউটলেটে অতিরিক্ত লোডের কারণে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট ও অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে।

বৈদ্যুতিক ঝুঁকিসমূহ

সবচেয়ে বেশি ঘটিত ৩ টি বৈদ্যুতিক ঝুঁকি হলো:

১. নিম্ন মানের ও ত্রুটিযুক্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ, যেমন পুরাতন তার, মেঝেতে পড়ে থাকা অনাবৃত তার এবং মেশিনের উপর ঝুলে থাকা তার,

২. লাইভ ওয়্যাস- অনাবৃত বৈদ্যুতিক তার এবং গ্রাউন্ডেড নয় এমন খোলা তার,

৩. বৈদ্যুতিক আউটলেট এবং বক্সগুলোতে অতিরিক্ত লোড।

কাঠামোগত ঝুঁকিসমূহ

নিম্নোক্ত ৩ টি চিহ্ন থেকে বুঝা যাবে আপনার কারখানা ভবনে হয়তো কোন কাঠামোগত সমস্যা রয়েছে:

১. কলাম, দেয়াল অথবা ফাউন্ডেশনে ফাটল
২. ঝুলে পড়া মেঝে
৩. ক্ষয়প্রাপ্ত দেয়াল

আপনি যদি দেয়াল অথবা মেঝেতে কোন ফাটল দেখতে পান অথবা হেলে পড়া অবস্থায় দেখেন, তাহলে সেইফটি কমিটিকে জানান। একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার সঠিকভাবে যাচাই করে ভবনের সংস্কার প্রয়োজন কিনা তা নির্ধারণ করতে পারবেন।

একটি ফ্লোরে অতিরিক্ত লোডের ফলে ফ্লোরটি অথবা পুরো ভবনটিই ধ্বসে পড়তে পারে।

মেশিনের সঠিক ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ জরুরী।

মেশিনের ঝুঁকিসমূহ

মেশিন পরিচালনা করার সময় নিম্নোক্ত ৫ টি কারণে আহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে:

১. মেশিনের ঘূর্ণায়মান অংশ থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য মেশিন গার্ড না থাকা,

২. মেশিন রক্ষণাবেক্ষণের অভাব,

৩. নিম্ন মানের বৈদ্যুতিক সংযোগ অথবা অনাবৃত তার,

৪. মেশিন অপারেটরদের প্রশিক্ষণের অভাব,

৫. পার্সোনাল প্রটেকটিভ ইক্যুইপমেন্ট (পিপিই) এর স্বল্পতা।

কেমিক্যালের ঝুঁকিসমূহ

সঠিকভাবে মজুদ এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করা না হলে কেমিক্যালের কারণে স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

আপনি কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করলে, সেগুলোর সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে আপনাকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

পিছলে যাওয়া এবং পড়ে যাওয়া থেকে ঝুঁকি

নিচের ৩ টি সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করার মাধ্যমে পিছলে যাওয়া এবং পড়ে যাওয়া রোধ করা সম্ভব:

১. পিচ্ছিল মেঝে,

২. কাজের ফ্লোরে প্রতিবন্ধকতা (কাপড়, তার, যন্ত্রপাতি, আবর্জনা),

৩. স্বল্পমাত্রার অথবা ভাঙ্গা লাইট যার কারণে দেখার সমস্যা হয়।

কেমিক্যালের ঝুঁকি থেকে প্রায়ই পিছলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, বিশেষ করে কারখানার ওয়াশিং এবং ডাইয়িং সেকশনে।

কর্ম সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ

সবচেয়ে বেশি ঘটিত ৪ টি কর্ম সংক্রান্ত ঝুঁকি হলো:

১. দীর্ঘ কর্মঘন্টা, অপর্যাপ্ত কর্মবিরতি।

২. অপর্যাপ্ত আলোর ফলে চোখের উপর চাপ, মাথাব্যথা এবং অবসাদ সৃষ্টি হতে পারে।

৩. অপর্যাপ্ত বায়ুচলাচল ব্যবস্থা অথবা অতিরিক্ত গরম মাথাব্যথা অথবা চামড়ার জ্বালা সৃষ্টি করতে পারে।

৪. কর্মভঙ্গি অথবা কাজের পুনরাবৃত্তি যা অনাকাঙ্ক্ষিত শারিরীক চাপ সৃষ্টি করে।

কর্ম সংক্রান্ত ঝুঁকিগুলো নির্ভর করে আপনার কাজ কিভাবে বন্দোবস্ত করা হয়েছে অথবা আপনার কাজের জায়গা কিভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে তার উপর।

কোন ঝুঁকি লক্ষ্য করলে, সেইফটি কমিটির কাউকে বিষয়টি জানান।

সেইফটি কমিটিকে কাজে লাগানো

আপনাদের সেইফটি কমিটির মূল কাজ হলো কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকিসমূহ দূর করা।

আপনারা সেইফটি কমিটিকে ৩টি ধাপে কাজে লাগাতে পারেন:

১. সেইফটি কমিটির কাউকে সমস্যার বিষয়ে জানান।

২. সেইফটি কমিটিকে সমস্যাটি তদন্ত করতে দিন। বিষয়টি কেন সমস্যা সৃষ্টি করছে তা বুঝতে তাদের সাহায্য করুন।

৩. কমিটি যখন সমস্যাটি বুঝতে পারবে, ঝুঁকিটি কমানোর ক্ষেত্রে সমাধান বের করতে তাদের সহায়তা করুন।

আরএসসিকে কাজে লাগানো

কখনও কখনও সেইফটি কমিটির মাধ্যমে নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়না। সেক্ষেত্রে, আপনার আরএসসি অফিসে যোগাযোগ করা উচিৎ।

নিরাপত্তা বিষয়ক অভিযোগ করতে যোগাযোগ করুন:
+৮৮০ ১৭৬ ৯৯৬ ৯০০০

আরএসসি প্রাপ্ত সকল নিরাপত্তা বিষয়ক অভিযোগের তদন্ত করবে, সেইফটি কমিটি এবং কারখানার ম্যানেজারদের সাথে কাজ করে সমস্যার সমাধান বের করবে।

নিরাপত্তা বিষয়ক উদ্বেগটি কিভাবে সমাধান করা হয়েছে তা আরএসসি কারখানার সকল শ্রমিকদের জানাবে।

RSC RMG SUSTAINABILITY COUNCIL

কর্মক্ষেত্রে বিশ্বমানের টেকসই নিরাপত্তা বিষয়ক
কার্যক্রমসমূহ প্রদানের লক্ষ্যে

নিরাপত্তা বিষয়ক অভিযোগের জন্য:

+৮৮০ ১৭৬ ৯৯৬ ৯০০০

সাধারণ জিজ্ঞাসার জন্য:

+৮৮ ০১৭৬ ৬৬৯৫৯০০
+৮৮ ০২ ৪১০৮১৮৬৩-৬

আরএমজি সাস্টেইনেবিলিটি কাউন্সিল (আরএসসি)

১৩ তলা, এজে হাইটস ভবন, চ ৭২/১/ডি, প্রগতি সরণী,
উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ

contact@rsc-bd.org
www.rsc-bd.org

RSC RMG SUSTAINABILITY COUNCIL